গত ২৩-১১-২০১৪ তারিখ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	জনাব জাবেদ আহমেদ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
স্থান	ঃ	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ	ঃ	০৮-৬-২০১৬ খ্রিঃ
সময়	ঃ	সকাল ১১টা।

২.০ সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে প্রদর্শিত হলো।

৩.০ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। গত ২৩-১১-২০১৪ তারিখ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রঃনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে তাদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিক হারে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে।	দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করণের বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রশিক্ষণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরসহ এনএসডিসি সচিবালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম জোরদার করণের লক্ষ্যে NSDC সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। টিটিসিসমূহে সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা সরাসরি তদারকির জন্য প্রাথমিকভাকে বিকেটিটিসি. চট্টগ্রামকে ই-মনিটরিং এর আওতায় আনা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি তথা দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে টিটিসি/আইএমটিসমূহকে প্রশিক্ষণ ও গুনগত মান উন্নয়নের জন্য লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।	১। নতুন টিটিসিসমূহে দ্রুততার সহিত জনবল নিয়োগ করতে হবে। ২। টিটিসি'র জনবলের গ্রেড ভিত্তিক বৈষম্য নিরসন করতে হবে।	১। প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ ২। বিএমইটি ৩। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
২.	বর্তমানে যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন নতুন ট্রেডে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষণের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।	বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত প্রতিবেশি দেশ ভারত, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়ার কর্মীদের ন্যায় বাংলাদেশ থেকে গমনকারী কর্মীদের একই মানের দক্ষতা প্রদানের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে ইতিমধ্যে বিকেটিটিসি, চট্টগ্রামে NTVQF Level-1 ও NTVQF Level-2 অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য টিটিসিতে এই কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি করা হবে।	বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	১। প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ ২। বিএমইটি
৩.	বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ কর্মক্ষম যুবশক্তি (Young Working Force) বিদ্যমান। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য এ যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, অনেক দেশে জন্মহার কমে যাওয়ায় কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ঐ সকল দেশের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের যুব শক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার	দেশের প্রতিটি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে মোট ৪৩৯টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কোন্দ্র (টিটিসি) প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথম পর্যায়ে "দেশের ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে একটি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ১৩টি উপজেলায় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ে উপজেলাসমুহে আরোও ৪০টি টিটিসি নির্মাণের লক্ষ্যে আর একটি প্রকল্প অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সকল উপজেলায় নির্মাণ করা হলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বর্তমানে বিএমইটি'র অধীনস্থ ৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং ৪৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া আরও ১৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সিভিল কনস্ট্রাকশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অচিরেই সেগুলোতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হবে। বর্তমানে ৬টি আইএমটি এবং ৪৭টি টিটিসি'র মাধ্যমে ৪৮টি ট্রেডে ২০১৫ সালে ২,৫৭,৮৯২ জন	উপজেলা পর্যায়ে টিটিসি প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	১। উন্নয়ন ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ ২। প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ ৩। বিএমইটি ৪। শ্রমবাজার গবেষণা সেল

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ</th><th>আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ</th></tr>
<tr><td>৪.</td><td>নারী অভিবাসন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। নারী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়াতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।</td><td>১। ই-লার্নিং পদ্ধতিতে গৃহকর্মীদের ঘরে বসে যাতে প্রশিক্ষণ নিতে পারে সে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বিকেটিটিসি, মিরপুর, ঢাকা হতে ই-লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে অন্যান্য টিটিসিতে মোবাইল এ্যাপস এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-লার্নিং পদ্ধতি চালু করা হবে। উক্ত ই-লার্নিং পদ্ধতিতে দূরশিক্ষণ ছাড়াও বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপস সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সহজে বোধগম্য হবে।
২। সৌদি আরব গামী মহিলা কর্মীগণকে সম্পূর্ণ আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে; এছাড়া ২৬টি টিটিসিতে মহিলা গৃহকর্মীর আবাসিক সুবিধা সম্বলিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
৩। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে যে সমস্ত মহিলা গৃহকর্মী বিদেশে অবস্থান করে বর্তমানে প্রত্যাগত ও অভিজ্ঞ মহিলা গৃহকর্মীদের মধ্য হতে একটি প্যানেল তৈরি করে তাদের মাধ্যমে গৃহকর্মী প্রশিক্ষণ প্রদানের প্যানেলে তৈরির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</td><td>১। টিটিসিসমূহে কমবয়সী/ বেশি বয়সী প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি করানো যাবে না এবং নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করতে হবে।
২। গৃহকর্মী পেশায় বৈদেশিক কর্মসংস্থানে ইচ্ছুক নারীদের জন্য শতভাগ আবাসিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নিতে হবে।</td><td>১।বিএমইটি
২। কর্মসংস্থান অনুবিভাগ
৩। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>দালাল ও অন্যান্য মধ্য-স্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হন এবং জনগণ যাতে অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা না করে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এজন্য তথ্য অধিদপ্তরের প্রচার মাধ্যম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা নিতে হবে।</td><td>১। বিদেশগামী মহিলা কর্মীদের অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ইতোমধ্যে বিএমইটিতে “প্রবাসী নারী কর্মীদের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল” গঠন করা হয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের বিষযটি প্রক্রিয়াধীন।
২। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ও প্রতারনার শিকার না হন এবং জনগণ যাতে অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা না করে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বৈধ অভিবাসনকে উৎসাহিত এবং অবৈধ মানব পাচার রোধে জনসাধারনের সচেতন করার উদ্দেশ্যে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রচারনা চালানো হচ্ছে। যেমনঃ (ক) বিজ্ঞপ্তি প্রচার (ইলেক্ট্রনিক প্রিন্ট)-২৫টি, (খ) অভিবাসন সংক্রান্ত পুস্তিকা বিতরন-৩৮,০০০টি, (গ) সচেতনতামূলক লিফলেট প্রকাশ ও পোস্টার প্রদর্শনী-৫৫,০০০টি।
৩। প্রচারনামূলক ভিডিও, স্থিরচিত্র, ওয়েবসাইটে আপলোড করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, বিএমইটি'র নিজস্ব সার্ভার চালু হলে প্রচারনামূলক ভিডিও, স্থিরচিত্র, ওয়েবসাইটে আপলোড করা সম্ভব হবে।</td><td>অভিবাসন ব্যয় কমানোসহ বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন হয়রানির শিকার না হয় সেজন্য তথ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারনা অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>১। মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ
২। বিএমইটি
৩। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
৪। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
৫। বোয়েসেল
৬। পরিকল্পনা অনুবিভাগ</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td>এ দেশের গরিব জনগণ যাতে কম খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় কমানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>বোয়েসেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গৃহীত সার্ভিস চার্জ এর মাধ্যমে জুলাই ২০১৫ হতে ২৫ মে ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৮,৯৬৪ জন কর্মী বিভিন্ন দেশে গমন করেছে।
<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>সার্ভিস চার্জ</th><th>কর্মী সংখ্যা</th><th>দেশের নাম</th></tr>
<tr><td>১</td><td>৬০,০০০/- (পেশাজীবী)</td><td>১০ জন</td><td>মালদ্বীপ ও ওমান</td></tr>
<tr><td>২</td><td>১০,০০০/- (মহিলা গার্মেন্টস কর্মী)</td><td>৬,৩১৬ জন</td><td>জর্ডান</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>১০,০০০/- (মহিলা গার্মেন্টস কর্মী)</td><td>২১৮ জন</td><td>ওমান ও বাহরাইন</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>১৬,০০০/- (অদক্ষ কর্মী)</td><td>২,১২৯ জন</td><td>দক্ষিণ কোরিয়া</td></tr>
<tr><td>৪.</td><td>১৭,০০০/- (অদক্ষ কর্মী)</td><td>১৬৩ জন</td><td>বাহরাইন</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>২০,০০০/- (টেকনিশিয়ান)</td><td>১২৮ জন</td><td>জর্ডান</td></tr>
<tr><td></td><td>মোট</td><td>৮,৯৬৪ জন</td><td></td></tr>
</table></td><td>এ বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন করতে হবে।</td><td>১। কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার গবেষণা অনুবিভাগ
২। কর্মসংস্থান ও পলিসি অনুবিভাগ
৩। বিএমইটি
৪। বোয়েসেল</td></tr>
</table>

ক্রঃনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭.	প্রবাসী কর্মীগণ যাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে কম খরচে দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে সে জন্য সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা হতে ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় গত ১৬.১১.২০১৫ তারিখ সম্মতি প্রদান করে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিশ্রুত পরিশোধিত মূলধন বাবদ ৩০০ কোটি টাকা প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে গত ৩০.১১.২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ও ২১.০১.২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক অত্র ব্যাংককে তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তরের লক্ষ্যে উক্ত ৩০০ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বরাবর গত ০২.০২.২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড গত ০৮.০২.২০১৬ তারিখ কতিপয় শর্তে পরিশোধিত মূলধন বাবদ ৩০০ কোটি টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে প্রাপ্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য গত ২২.০২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি লাভের বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। সংস্থা অনুবিভাগ ২। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
৮.	প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যমান শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম বাড়াতে হবে। যে সকল দেশে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করে সে সব দেশে চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	"সৌদি আরবে বাংলাদেশি কমিউনিটি কর্তৃক পরিচালিত ৯টি স্কুল ও কলেজ ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিপিপি রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে পাওয়া গেছে। এটি পরীক্ষা নিরিক্ষা করে মতামত প্রদানের জন্য বিএমইটি তে প্রেরণ করা হয়েছে।	সৌদি আরবে স্কুল ও কলেজের ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। বিএমইটি ২। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ
৯.	বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।	বৈদেশিক কর্মসংস্থনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, বিদ্যমান শ্রমবাজারের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা নিরসনের উপায় খুঁজে বের করে সমাধানের কর্মপন্থা সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বৈদেশিক শ্রমবাজার গবেষণা ও উন্নয়ন সেল গঠন করা হয়। BMET এর Market Research Unit (MRU) কর্তৃক International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM), UN Women এর সহায়তায় Market Analysis এর মাধ্যমে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, বাহ্রিলসহ মোট ১০টি নতুন শ্রমবাজার সম্পর্কে Study সম্পন্ন করে এবং মধ্যপ্রাচ্যে বিদ্যমান শ্রমবাজারের Trend ও মহিলা কর্মীদের জন্য Diversified Trend Identify করে Report প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া বৈদেশিক শ্রমবাজার বিষয়ে গবেষণার নিমিত্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং এর কার্যপরিধি (Terms of Reference) পর্যালোচনা ও নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গত ১৮-০৪-২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)- কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বৈদেশিক শ্রমবাজার গবেষণা আরও ফলপ্রসূ ও মানসম্মত করার লক্ষে এ বিষয়ে International Tender আহ্বান করার সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছে। এতদ্‌উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় Expression of Interest (EOI) চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গত ২৯-৫-২০১৬ তারিখে একটি সভা হয়েছে।	Expression of Interest চূড়ান্ত করে দ্রুত পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। কর্মসংস্থান অনুবিভাগ ২। শ্রমবাজার গবেষণা সেল

ক্রঃনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে নবসৃষ্ট ১২টি শ্রম উইং-এর মধ্যে যে ০৯টি শ্রম উইং-এ (ব্রুনাই, মিলান-ইটালি, গ্রীস, স্পেন, পি.আর. জেনেভা, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া) পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ এখনও সংশ্লিষ্ট মিশনে যোগদান করতে পারেন নি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাদের অনুকূলে কূটনৈতিক পাসপোর্ট প্রদানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত		

৪.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(জাবেদ আহমেদ)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।